যুগান্তর

তারিখ ... 13 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

ইউজিসির প্রস্তাব

দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী 'অ্যাপেক্স বডি' হিসেবে খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বোচ্চ ধাপ মাস্টার্স প্রোগ্রাম সীমিত করার প্রস্তাব করেছে। কয়েক বছর ধরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের মানের ওপর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির কাছে এমন সুপারিশ রেখেছে প্রতিষ্ঠানটি। দেশে বর্তমানে প্রায় ৩ লাখ শিক্ষার্থী মাস্টার্স পর্যায়ে লেখাপড়া করছে। এর মধ্যে ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াই লাখ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা বিস্তারের নামে দেশে সরকারি-বেসরকারি কলেজে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালুর অনুমতি দেয়ার পাশাপাশি একের পর এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এসব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক মনোভাব নিয়ে প্রথমেই মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। অথচ প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে উপর্যুক্ত সুযোগ-সুবিধা সংবলিত প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য মাস্টার্স পর্যায়ে ডিগ্রি প্রোগ্রাম সীমিত রাখার প্রস্তাব ভেবে দেখা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

দেশে বর্তমানে চলমান চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি প্রান্তিক ডিগ্রি হিসেবে গণ্য হওয়ায় প্রথম শ্রেণীসহ সব ধরনের চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে এ কথাও সত্য, চাকরির বাজারে অনেকেই মাস্টার্স প্রোগ্রামকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে মাস্টার্স বিষয়ে বাধ্যবাধকতা আরোপ করতেও দেখা যায়। এমনকি এসিআরে (বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন) এটি ইতিবাচক প্রভাব রাখে। তাই হঠাৎ করে এটা সীমিত না করে বরং যারা মানসম্মত প্রোগ্রাম করছে না, তাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশেই গ্রাজুয়েশন প্রান্তিক ডিগ্রি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেসব দেশে স্নাতক ডিগ্রির মান উন্নত হওয়ায় শিক্ষক ও গবেষক ব্যতীত অন্যদের এ ডিগ্রি করার প্রয়োজন পড়ে না। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতিবছর স্নাতক ডিগ্রি লাভকারীদের অন্তত ৭০ ভাগের মান সন্তোষজনক নয় বলে জানা গেছে। এর ফলে বিপুলসংখ্যক গ্রাজুয়েট জাতির বোঝা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে— তা বলাই বাহুল্য। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী মাস্টার্স পর্যায়ে ভর্তির ফলে একদিকে প্রকৃত মেধাবীরা যথার্থ ও উচ্চমানের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে এ পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত মানও নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই মাস্টার্স পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম সীমিত করার ব্যাপারে ইউজিসির প্রস্তাব বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।